সংবাদ

তারিখ ... 16 SEP 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প হবে না : উপাচার্য

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম, শামসুল হক ছাত্র-শিক্ষকদের নিশ্চিত করেছেন, ক্যাম্পাসে কোন পুলিশ ক্যাম্প করা হবে না। তিনি বলেছেন, পুলিশ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যাবে না, বরং এজন্য প্রয়োজন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা।

গতকাল রোববার বিকেলে টিএসসি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতা করার সময় ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের সরকারী প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার অবস্থা বিশ্লেষণ এবং তাতে শিক্ষকদের করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি এ সভা ডেকেছিলেন।

ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে যে অভিযান চলছে তা এখন পর্যন্ত পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে সফল হয়েছে। তিনি বলেন, অস্ত্রধারীরা ২০/৩০ জনের বেশী নয় এবং এদেরকে সরিয়ে নিলেই ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরে আসবে। সরকারের কাছে এসব দুর্বৃত্তের নামের তালিকা আছে একথা উল্লেখ করে এদেরকে পাকড়াও করার মত বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান। আইন প্রয়োগ যাতে নিরপেক্ষ হয় সেদিকটা দেখার জন্যও তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ রাখেন। তিনি পুলিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানান যে, হল প্রশাসনের উপস্থিতি ছাড়া তারা যেন হলে না ঢোকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র গুণ্ডামি করে বেড়ায় তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি বলেন : এদের চরিত্র সংশোধন করান, নয়তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এদের সরিয়ে নিন।

(শেষ পৃ: ২-এর ক: ম:)

উপাচার্য

(১ম পাতার পর)

এসব ছাত্রের দোষ শোধরানোর ব্যাপারে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব পালন করার আছে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমাদের একমাত্র অস্ত্র নৈতিক মূল্যবোধ এবং সবার মধ্যে এ জিনিসটিকে জাগিয়ে তুলেই আমাদেরকে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। যে সব আবাসিক হলের প্রাধ্যক্ষ কাজ করতে চাইছেন না তাদেরকে এ ধরনের মনোভাব ত্যাগ করে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নতির জন্য নিয়মিত ছাত্রদের সাথে মিলিত হওয়া এবং আগে প্রচলিত রোল-কল নিয়ম আবার চালু করার জন্য উপাচার্য সকল প্রাধ্যক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। ক্লাস এবং টিউটোরিয়ালগুলো নিয়মিত নেয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, এমন অভিযোগ আছে যে, অনেক শিক্ষক প্রায়ই ক্লাস নেন না, এমনকি সেজন্য কোন নোটিশও দেন না।

অধ্যাপক হক আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে সব পুরোনো নিয়ম নতুন করে জারি করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। যে সব ছাত্র অস্ত্র নিয়ে ঘোরে তাদেরকে শৃঙ্খলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে তাদের সিট বাতিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।

৫০ হাজার টাকার অভিযান

গত শুক্রবার ভোররাতে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি আবাসিক হলে যে যুগপৎ অভিযান চালিয়েছিল তার জন্য ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। শিক্ষকদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে সরকারী সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে উপাচার্য একথা জানান। তিনি বলেন, সেদিন যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তা অনুমানের তুলনায় খুবই কম। ওই রাতে আড়াই হাজার পুলিশ প্রায় ৫ ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের চাইতে মামুলি ধরনের জিনিসপত্রই বেশী উদ্ধার করে।